অনলাইনে পড়াশোনা শুরু

কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে সোমবার থেকে মাইনিং ও উর্দু বিভাগে অনলাইনে পড়ানোর কাজ শুরু হয়েছে।

রাজ্যজুড়ে করোনার সতর্কতা

লকডাউনের দ্বিতীয় দিনে শুনসান কলকাতার রাস্তা। – পিটিআই

করোনায় আর্থিক বরাদ্দ

কলকাতা, ২৪ মার্চ : বিপর্যয় মোকাবিলায় হুগলিবাসীর জন্য জেলা শাসক ওয়াই রত্নাকর রাওয়ের হাতে এক কোটি টাকা তুলে দিলেন বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। লকেট জানান, মঙ্গলবার সকালে হুগলির জেলা শাসককে এই ব্যাপারে ই-মেল পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি। করোনায় আক্রান্তদের জন্য হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়ন, অ্যাম্বুল্যান্স কেনা বা মাস্ক বিলি, যে কোনও কিছুর জন্য এই অর্থ ব্যয় করা যাবে বলে তিনি জানান। লকেট বলেন, 'জেলা শাসক যা ভালো মনে করবেন, সেই খাতেই সাংসদ তহবিলের এই অর্থ কাজে লাগাতে পারেন। এখন এটা দিলাম। প্রয়োজনে আগামীদিনে আবারও সাহায্য করার জন্য তৈরি থাকব। সামনে কেমন দিন আসছে, তা তো এখনই বলা যাচ্ছে না।' তাঁর সাংসদ তহবিলের টাকা এলাকার মানুষের উন্নয়নের কাজে লাগানো হচ্ছে না বলে একাধিকবার অভিযোগ করেছেন লকেট চট্টোপাধ্যায়। তিনি ধর্নায় বসবেন বলে ঠিক করেছিলেন। শেষপর্যন্ত এই বিষয়ে ১৪ ফেব্রুয়ারি হুগলির জেলা শাসকের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি।

শুধু লকেট নয়, এই রাজ্যের বিজেপি সাংসদদের অনেকেই করোনা মোকাবিলায় তাঁর সংসদীয় এলাকার মানুষজনের জন্য সাংসদ তহবিল থেকে টাকা দিয়েছেন। বালুরঘাটের সাংসদ ড. সুকান্ত মজুমদার তাঁর সাংসদ তহবিল থেকে প্রথম ধাপে ৩০ লক্ষ টাকা দিয়েছেন। করোনা রোধে ঝাড়গ্রাম জেলার মানুষদের চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নে সেখানকার বিজেপি সাংসদ কুণার হেমব্রম ৫০ লক্ষ টাকা ঝাড়গ্রাম জেলা শাসকের দপ্তরে গিয়ে দিয়ে আসেন।

বিজেপির পাশাপাশি বাম বিধায়করা তাঁদের বিধায়ক তহবিল থেকে চিকিৎসা পরিকাঠামো ও উপকরণ কেনার জন্য ন্যূনতম ১০ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার কথা জানিয়েছেন। বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়ে এই কথা জানিয়েছেন। বাঁকুড়ার সাংসদ সুভাষ সরকার তাঁর তহবিল থেকে ১ কোটি টাকা দিয়েছেন। পাশাপাশি আইএএস অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরাও একমাসের মাইনে দান করেছেন।

▸▸ করোনায় শিশুরা নিরাপদ নয়, মত বিশেষজ্ঞদের

বিশ্বে এপর্যন্ত করোনা আক্রান্তদের মধ্যে শিশুর সংখ্যা খুব কম। পরিসংখ্যান সেই তথ্যে সায় দিলেও গবেষণায় কিন্তু তার সমর্থন মেলেনি। চাইল্ড ইনস্টিটিউট অফ হেল্থ-এর চিকিৎসক ভাইরোলজিস্ট সুমন পোদ্দার বলেছেন, শিশুরা করোনা থেকে নিরাপদ বলে ভেবে নেওয়ার কোনও কারণ নেই। এরকম কোনও প্রামাণ্য তথ্যও নেই। তিনি বলেন, 'এদেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে, তা নিঃসন্দেহে উদ্বেগের। কিন্তু অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে সংখ্যাটা ততটা লাফিয়ে বাড়ছে না। এই ভাইরাস অবশ্য প্রতিনিয়ত চরিত্র বদল করছে। কাজেই কীভাবে এবং কখন আক্রমণের অভিমুখ বদলে যাবে, তা কারও জানা নেই।'

এখনও যে এদেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা তেমন দ্রুতহারে বাড়ছে না, এরজন্য সরকার, প্রশাসন ও স্বাস্থ্যকর্মীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষেরও বড় ভূমিকা আছে বলে সুমন মনে করেন। তাঁর মতে, সাধারণ নাগরিকদের একটা বড় অংশ একাজে সাহায্য করছে বলেই সরকার বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারছে। তবে এত বড় দেশে এক লহমায় সব বন্ধ করে দেওয়া সহজ কাজ নয়। এই ভাইরোলজিস্টের বক্তব্য, ষাটের বেশি বয়সের আক্রান্তদের মধ্যে মৃত্যুর হার অনেক বেশি ঠিকই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ষাটের নীচে সবাই নিরাপদ। ইতিমধ্যে বিহারে ৩৮ বছরের এক জন মারা গিয়েছেন। তাছাড়া ষাটের নীচে থাকা মানুষের প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি হলে তিনি আক্রান্ত নাও হতে পারেন। কিন্তু তিনি নিজের অজান্তেই বাহক হয়ে যান। তাই সব বয়সের মানুষের হাত ধোয়া, নিজেকে স্যানিটাইজ করা সহ সব স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা জরুরি। বিদেশ থেকে এসে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখার নিয়ম মানা আরও আগে থেকেই জারি করা উচিত ছিল। সুমন বলেন, 'ভাইরাস বাচ্চাদের ছেড়ে দেবে, এমন তো হয় না। তাই সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কোনও বয়সের মানুষের বাড়ি থেকে বেরোনো উচিত নয়। আমরা এখন দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষপ্রান্তে রয়েছি। এখন রোগ ছড়ানো বন্ধ করতে পারলেই বড় বিপদ আটকানো যাবে।'

▸▸ মুখে অরুচি করোনার প্রথম লক্ষণ

সর্দি, কাশি ও শ্বাসকষ্ট করোনার মূল লক্ষণ বলে ধরা হলেও বিশেষজ্ঞদের অভিমত কিন্তু অন্যরকম। তাঁদের বক্তব্য, সর্দি, কাশি শুরুর আগেই রোগীর মুখে অরুচি ও কোনও কিছুর গন্ধ না পাওয়া গেলেই করোনা আক্রমণের আঁচ পাওয়া যাবে। আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের অভিমত, বেশি ঝালমশলা খেলে শরীরে ওই রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে গিয়ে থাকে। কারণ হিসেবে তাঁরা জানান, চিনের উহান প্রদেশের লোকেদের মধ্যে ব্যাপক হারে করোনা সংক্রমণ দেখা দিলেও পাশের চেংরু প্রদেশে লোকেদের মধ্যে ওই সংক্রমণ হতে দেখা যায়নি। কারণ হিসেবে তাঁদের বক্তব্য, চেংরুর বাসিন্দারা চিনের অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে বেশি ঝালমশলা খেয়ে অভ্যস্ত। তাই তাঁদের ধারণা, বেশি ঝালমশলা খেলে শরীরে করোনা প্রতিরোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

▸▸ কলকাতায় জেট স্প্রে

চিনের উহানের ধাঁচে সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড মিশ্রিত স্প্রে করে করোনা ভাইরাসের থেকে মুক্তি পেতে উদ্যোগী হল কলকাতা পুরসভা। উহান প্রদেশ প্রায় মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে। সেই অবস্থা থেকে বেশ কিছুটা ঘুরে দাঁড়িয়েছে চিনের সেই শহর। সংক্রমণ রোধে জেট স্প্রে করা হচ্ছে রাস্তায় এবং বহুতলে। মঙ্গলবার ২০টি বড়মাপের জেট স্প্রে গাড়ি দিয়ে জীবাণুনাশক রাসায়নিক মিশ্রিত জল ছড়ানো শুরু হয়েছে। কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী দলীয় রাজ্যসভার সাংসদ তহবিলের বরাদ্দে ২০টি জেট স্প্রে গাড়ি দিয়েছিলেন পুরসভাকে। রাজপথ ধোয়া ও রাস্তার ডিভাইডারের গাছে জল দেওয়ার জন্য ওই গাড়িগুলি ব্যবহৃত হত। এবার সেই গাড়িতে জলে সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড মিশিয়ে ঘনবসতি এলাকায় জীবাণু মুক্তকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।' এদিন সকালে এসএসকেএম, এমআর বাঙ্গুর, বেলেঘাটা আইডি হাসপাতাল থেকে শুরু করে বিভিন্ন এলাকায় জেট স্প্রে করা হয়।

গানে সতর্কতা সুকান্তর

বর্ধমান, ২৪ মার্চ : পুলিশ বল প্রয়োগের পথে হাঁটলেও নিজের স্বরচিত গানের মাধ্যমেই নাগরিকদের লকডাউনে শামিল করাচ্ছেন ওষুধের দোকানের এক কর্মচারী। পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর থানার আঝাপুর গ্রামের সুকান্ত ঘোষের এমন কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেছেন প্রশাসনিক কর্তারাও। দেশবাসীর সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে ৩১ মার্চ অবধি রাজ্যে লকডাউন ঘোষণা করেছে। লকডাউনের দ্বিতীয় দিন মঙ্গলবার বেশ কিছু জায়গায় বেলা পর্যন্ত জেলার দোকান-বাজার খোলা থাকতে দেখা যায়। জমায়েত না করার জন্য প্রশাসনের তরফে মাইকিং করার পরেও পরিস্থিতির বদল না হওয়ায় পুলিশ বাধ্য হয়ে লাঠি চালায়।

এই পরিস্থিতিতে জনসাধারণকে সচেতন করতে ভূমিকা নিলেন মসাগ্রাম স্টেশন বাজারের এক ওষুধের দোকানের কর্মচারী সুকান্ত ঘোষ। লকডাউনে সকলকে ঘরে থাকতে নিজেই গান লিখে সচেতনতার প্রচার করলেন। এদিন সকাল থেকে মসাগ্রাম স্টেশন বাজারের অমিতকুমার মল্লিকের ওষুধের দোকানে যাঁরাই ওষুধ কিনতে আসছেন তাঁদের সামনে সেই গান গেয়ে সুকান্ত ঘোষ সকলকে সচেতন করছেন। পাশাপাশি তিনি সকলকে লকডাউনে ঘরে থাকার বার্তা দেন।

সুকান্ত ঘোষের এমন উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন জামালপুর ব্লকের বিডিও শুভঙ্কর মজুমদার। তিনি বলেন, 'করোনা সংক্রমণ বিশ্বে মহামারি আকার নিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে করোনা সংক্রমণ রোখার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার যা কিছু নির্দেশিকা দিয়েছে এবং সতর্কতা বার্তা দিয়েছে তার সবটাই গানের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন সুকান্তবাবু। ওনার গান শুনে নাগরিকরা সতর্কতা অবলম্বনে আগ্রহ দেখাচ্ছেন।' মসাগ্রাম এলাকার বাসিন্দারা জানান, তাঁরা সুকান্ত ঘোষের গান শুনে উপলব্ধি করেছেন লকডাউন অমান্য করা যাবে না। তাই এদিন থেকে বাড়ির বাইরে আর না বের হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সকলে।

শর্তসাপেক্ষে রক্তদান শিবির

কলকাতা, ২৪ মার্চ : লকডাউনের জন্য জমায়েতে নিষেধাজ্ঞা। বন্ধ গণপরিবহণও। তাই বাতিল হয়ে গিয়েছে বহু রক্তদান শিবির। এর ফলে রাজ্যের ব্লাড ব্যাংকগুলিতে ব্যাপক রক্তসংকট চলছে। রক্ত না পেয়ে রোগীর পরিবার ব্লাড ব্যাংকগুলিতে ছোটাছুটি করছে। গুরুতর অসুখে যাঁদের নিয়মিত রক্ত দিতে হয়, তাঁরা সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়েছেন। রক্তের আকালের ফলে জরুরি অস্ত্রোপচারও অনেকসময় আটকে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যভবন থেকে রক্তদানের ব্যাপারে একগুচ্ছ নতুন নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। বলা হয়েছে, রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা যেতেই পারে, কিন্তু কোনও শিবিরে ৩০ জনের বেশি রক্ত দিতে পারবেন না। একসঙ্গে রক্তদানের জন্য চার থেকে পাঁচজনকে ঢুকতে দেওয়া হবে শিবিরে। বাকিরা থাকবেন দূরে। শিবিরের মধ্যে রক্তদাতাদের বেডের দূরত্ব হবে এক মিটারের বেশি। রক্তদাতাদের কেউ ২৮ দিনের মধ্যে রাজ্যে বা দেশের বাইরে গিয়েছিলেন কি না, সেসম্পর্কে তথ্য জানাতে হবে। এরকম কোনও তথ্য থাকলে তাঁর রক্ত নেওয়া যাবে না। রক্তদান শিবিরে ভিড় এড়াতে হবে। তিনজনের বেশি স্বেচ্ছাসেবক থাকবেন না। স্বাস্থ্যভবনের নতুন নির্দেশিকায় ব্লাড ব্যাংকের কর্মীরা খুশি। কারণ, রক্তের অভাবে প্রতিদিন রোগীদের ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে। অনেকসময় রক্তসংকট কাটাতে ব্ল্যাড ব্যাংক বা হাসপাতাল কর্মীরা নিজেরাই রক্ত দিচ্ছেন। সরকারের এই নতুন নির্দেশে যদি আবার কিছু রক্তদান শিবির করা হয়, তাহলে এই সংকটের মোকাবিলা করা সম্ভব হবে বলে তাঁদের ধারণা।

করোনা গেট

কলকাতা, ২৪ মার্চ : কলকাতা মেডিকেল কলেজের একটি প্রবেশ পথের নাম হতে চলেছে করোনা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই নামকরণ করেছেন। পরিকাঠামো খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার এই মেডিকেল কলেজে গিয়েছিলেন তিনি। সেই সময়ই তিনি কলেজের ৫ নম্বর গেটটির নাম করোনা রাখার জন্য প্রস্তাব দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। কলকাতা মেডিকেল কলেজকে করোনা চিকিৎসায় উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে চাইছে রাজ্য সরকার। শনিবার থেকে এই কলেজে আইসোলেশন ওয়ার্ড চালু হয়ে যাবে। প্রথম ধাপে ৩০০ বেডের আইসোলেশন ওয়ার্ড খোলা হবে বলে জানা গিয়েছে। বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালের চাপ কমাতে রাজ্য সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কাউন্সিলার ধৃত

কলকাতা, ২৪ মার্চ (সংবাদ) : মঙ্গলবার হুগলির উত্তরপাড়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক প্রবীর ঘোষালের ছায়াসঙ্গী তথা কোন্নগরের কাউন্সিলার তন্ময় দেবকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করে তিনি পুলিশের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। রাজ্যে সরকারের নির্দেশে এখন লকডাউন চলছে। অথচ কোন্নগড়ে এক মিষ্টির দোকানের মালিক এদিন দোকান খোলা রেখে ব্যবসা চালালেন। অভিযোগ, পুলিশ গিয়ে দোকান বন্ধ করতে বললে কাউন্সিলার তন্ময় দেব বাধা দেন ও পুলিশকে হেনস্তা করেন। অভিযোগ, থানায় বসে কাউন্সিলার ঔদ্ধত্য দেখান। ফোন করে দলের নেতাদের জানানোর চেষ্টা করেন তিনি। পুলিশ সেই ফোনটি কেড়ে নেয়। যদিও পরে থানা থেকে ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন হয় অভিযুক্ত কাউন্সিলারের।

লকডাউনে ঘরে থাকুন, হাতজোড় করে আর্জি মমতার

রাস্তায় হুল্লোড় পেটাল পুলিশ

কলকাতা, ২৪ মার্চ (সংবাদ) : লকডাউনের উদ্দেশ্যকে নস্যাৎ করে মঙ্গলবার রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় পুরোপুরি ছুটির মেজাজে হইহই করে বাজার করে, চায়ের দোকানে আড্ডা দিয়ে কাটাতে দেখা গেল অনেককে। কিছু জায়গায় আবার সচেতন বাসিন্দাদের প্রতিবাদ করতে দেখা গিয়েছে। বহু জায়গায় পরিস্থিতি সামলাতে লাঠি হাতে নামতে হয় পুলিশকে। কথা না শোনায় কোথাও কোথাও পুলিশকে দু-চার ঘা লাঠির বাড়ি মারতে দেখা গিয়েছে। কলকাতা সহ গোটা রাজ্যেই এদিন অসচেতন মানুষকে ভিড় করে ঘুরে বেড়াতে দেখে সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হয়েছেন অনেকে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। এমনকি নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও হাতজোড় করে সবাইকে ঘরবন্দি থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।

লকডাউনের দ্বিতীয় দিন রাস্তায় বেরোনোয় পুলিশের লাঠিচার্জ। কলকাতায় পিটিআইয়ের তোলা ছবি।

সোমবার বিকাল থেকে লকডাউনের ঘোষণা থাকলেও রাত ৯টাতেও হাজরা, মোমিনপুর, খিদিরপুর সহ বহু জায়গায় প্রাইভেট গাড়ি নজরে পড়েছে। সবচেয়ে বেশি নজরে এসেছে বাইকে দাপিয়ে ঘুড়ে বেড়ানো যুবক-যুবতির দলকে। অনেকে ভেবেছিলেন, মঙ্গলবার সকাল থেকে লকডাউন মেনে ঘরে থাকবেন রাজ্যবাসী। বাস্তবে তা হয়নি। সকালে বাজারহাট খুলতেই ছুটির মেজাজে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে কেনাকাটা করতে দেখা গিয়েছে মানুষজনকে। দোকানগুলিতেও ভিড় ছিল, অনেক চায়ের দোকানে জমিয়ে আড্ডা নজরে পড়েছে।

কলকাতার সায়েন্সসিটি থেকে গুরুসদয় রোড, পার্ক সার্কাস থেকে শিয়ালদা বা শ্যামবাজার সর্বত্র রাস্তায় লোকজন ছিলেন। মহিষবাথান, দেগঙ্গা ইত্যাদি এলাকায় ভিড় সরাতে পুলিশকে বলপ্রয়োগ করতে হয়। হাওড়া ব্রিজ প্রায় জনশূন্য ছিল। জনশূন্য ছিল তথ্যপ্রযুক্তি নগর সল্টলেকের সেক্টর ফাইভও। উত্তর ২৪ পরগনার বেলঘরিয়া ও সোদপুর এলাকায় বেশকিছু চায়ের দোকানে সকালের দিকে জমিয়ে আড্ডা শুরু হয়। পুলিশের অনুরোধে দোকানদার বা খদ্দেররা কেউই কান দেননি। শেষমেশ গ্যাস সিলিন্ডার ও দোকানের সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করে জোর খাটিয়ে খদ্দেরদের হটিয়ে দেয় পুলিশ। কলকাতার পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মা নিজেই টুইটে জানিয়েছেন, লকডাউন শুরু হওয়ার পর থেকে রবিবার রাত অবধি আইন ভাঙায় ২৫৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

জেলাগুলিতে পরিস্থিতি লকডাউনের অনুকূল ছিল না। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটে এদিন সকাল থেকে অটো, টোটো ও ভ্যানরিকশা বেরিয়েছিল যথারীতি। এই পরিস্থিতিতে ইটিন্ডা রোডে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। কাটোয়াতেও লকডাউন অমান্য করায় পুলিশ অভিযান চালায়। দুপুর পর্যন্ত ৪১ জনকে আটক করা হয়। থানায় নিয়ে যাওয়া হয় বেশ কিছু টোটো, অটো রিকশা ও মোটরবাইক। দক্ষিণবঙ্গের কিছু জায়গায় লকডাউন না মানায় কান ধরে ওঠবস করানো হয়। কোথাও বা নীলডাউন করে বসিয়ে রাখা হয় বাইরে বেরোনো মানুষকে। এরমধ্যে নদিয়া জেলায় তেহট্টের হাউলিয়া পার্ক মোড়ের কাছে একটি বেসরকারি স্কুলে মার্কশিট বিতরণ করতে দেখা যায়। স্কুলের প্রিন্সিপাল ম্যানুয়েল মণ্ডল জানান, মার্কশিট দেওয়ার দিনক্ষণ পূর্ব নির্ধারিত ছিল। তবে অভিভাবকদের জমায়েত হতে দেওয়া হয়নি।

রাজ্যের মন্দির ও চার্চ আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এবার রাজ্যের সব মসজিদের দরজা সাধারণের জন্য বন্ধ করতে চিঠি পাঠাল ইমামদের সংগঠন বেঙ্গল ইমাম অ্যাসোসিয়েশন। চিঠিতে বলা হয়েছে, 'নমাজ চালু থাকবে, ইমাম সাহেব চার-পাঁচজনকে নিয়ে জামাত চালু রাখবেন।' আপাতত মুসলিমভাইদের বাড়িতেই নমাজ পড়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ওই চিঠিতে। সামনেই রমজান মাস। রমজানের নমাজের জন্য সুস্থ থাকতে এই সিদ্ধান্ত বলে সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে। মতুয়াদের ধর্মমেলা উপলক্ষ্যে ভিন রাজ্য থেকে ঠাকুরবাড়িতে এসে শতাধিক ভক্ত আটকে পড়েছেন। মেলা বন্ধের ঘোষণার পর জনতা কার্ফিউ ও লকডাউনের ঘোষণায় আটকে পড়ে ঠাকুরবাড়ির অতিথিশালায় রয়েছেন তাঁরা। মহারাষ্ট্র, বিহার, দক্ষিণ দিনাজপুর, শিলিগুড়ি সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা মানুষজন কীভাবে ফিরবেন, বুঝতে পারছেন না। অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি মমতাবালা ঠাকুর বলেন, 'আটকে পড়া ভক্তদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা আমরা করছি।'

রাজ্যে আরও দুই করোনা আক্রান্তের সন্ধান

কলকাতা, ২৪ মার্চ (সংবাদ) : মঙ্গলবার আরও ২ করোনা ভাইরাস আক্রান্তের সন্ধান মিলল রাজ্যে। দুজনেই ভর্তি রয়েছেন বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, এদের মধ্যে একজন মিশর থেকে অন্যজন ইংল্যান্ড থেকে ফিরেছেন সম্প্রতি। এই নিয়ে এরাজ্যে করোনা সংক্রামিতের সংখ্যা বেড়ে হল ৯। ইতিমধ্যে করোনা সংক্রমণে একজনের মৃত্যু হয়েছে এরাজ্যে।

বাংলায় প্রথম করোনা ভাইরাসের খোঁজ মিলেছিল লন্ডন ফেরত এক তরুণের শরীরে। এর ক'দিন পর বালিগঞ্জের আর এক তরুণের শরীরে সংক্রমণের প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথম দুজন এসেছিলেন লন্ডন থেকে। এরপর স্কটল্যান্ড থেকে ফেরা এক তরুণীও করোনা ভাইরাসের শিকার হন। তাঁর বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ায়। প্রথম আক্রান্ত তরুণের পরিবারের সদস্যদের লালারসের পরীক্ষায় রিপোর্ট নেগেটিভ এলেও বালিগঞ্জের তরুণের পরিবারের তিন সদস্যের শরীরে সংক্রমণের প্রমাণ মিলেছে। এদিকে, রাজ্যে প্রথম করোনায় মৃতের এক সহকর্মীও করোনার উপসর্গ নিয়ে সোমবার এনআরএস হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি হয়েছেন। মঙ্গলবার সকাল থেকে তাঁর শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। করোনা পরীক্ষার জন্য তাঁর লালারসের নমুনা পাঠানো হয়েছে। ওই ব্যক্তিও দমদমে থাকেন। কাজ করতেন ফেয়ারলি প্লেসে রেলের দপ্তরে। ওই দপ্তরেই কাজ করতেন দমদমের সেই প্রৌঢ়। মৃত্যুর আগে এই সহকর্মীর সঙ্গে ওই প্রৌঢ় কাজ করতেন পাশাপাশি টেবিলে। প্রৌঢ়ের সহকর্মীর অসুস্থ হওয়ার খবরে স্বাস্থ্যকর্তাদের কপালে ভাঁজ পড়েছে। পরীক্ষার রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে না ওই ব্যক্তি আক্রান্ত কিনা। তিনি আক্রান্ত হলে স্টেজ থ্রি করোনা সংক্রমণের প্রমাণ মিলছে বলে মনে করা হচ্ছে। সামাজিক স্পর্শে করোনা সংক্রমণ শুরু হলে তা আটকানো সমস্যাজনক হয়ে দাঁড়াবে বলে চিকিৎসকদের অভিমত।

এদিকে, করোনায় মৃত প্রৌঢ়ের স্ত্রী, মা ও শাশুড়ি বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে চিকিৎসারত হওয়ায় তাঁর দেহ কার হাতে তুলে দেওয়া হবে, তা নিয়ে সোমবার সমস্যা দেখা দিয়েছিল। প্রৌঢ়ের ছেলে বিদেশে কর্মরত। হাসপাতালের নথি থেকে এক পরিজনের হদিস মিললেও সংক্রমণের ভয়ে তিনি দেহ নিতে অস্বীকার করেন। সংক্রমণের ভয়ে ওই প্রৌঢ়ের দেহ সংকারে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন ছিল। প্রথম থেকেই সেই জন্য তাঁর শরীর থেকে জীবনদায়ী নলগুলি সাবধানে খুলে নেওয়া হয়, যাতে শরীর থেকে লালারস বাইরে বেরোতে না পারে। এরপর নল ঢোকানোর জন্য দেহে তৈরি হওয়া ফুটোগুলি এক শতাংশ হাইপোক্লোরাইড সলিউশন দিয়ে বন্ধ করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে মৃতের নাক ও কানের ফুটোও বন্ধ করে দেওয়া হয়। জীবাণুনাশক একটি প্লাস্টিক ব্যাগে দেহটি ঢোকানোর পর তারমধ্যে এক শতাংশ হাইপোক্লোরাইড সলিউশন দেওয়া হয়। প্লাস্টিকের ব্যাগে মোড়া দেহটি আরও একটি প্লাস্টিকে ঢাকা হয়। পরিজনরা নিতে অস্বীকার করলে প্রশাসনের সাহায্যে নিমতলা শ্মশানে দেহটি দাহ করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সংক্রমণের ভয়ে এলাকাবাসী সংকারে বাধা দেয়। পুলিশ ও প্রশাসনের চেষ্টায় সোমবার রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ সংকার হয়।

করোনা পরিস্থিতিতে গোটা রাজ্যে স্বাস্থ্যকর্মীদের ছুটি বাতিল হয়েছে। ঝাড়খণ্ড লাগোয়া পুরুলিয়া জেলায় কোয়ারান্টিনে সংখ্যা ১২০০ ছাড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সেখানকার দেবেন মাহাতো মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অধ্যক্ষ পীতবরণ চক্রবর্তী ও মেডিকেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট বেপাত্তা। অধ্যক্ষর দেখা নেই শনিবার থেকে। পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলায় করোনা পরিস্থিতির দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক তথা অতিরিক্ত মুখ্যসচিব এমভি রাও শনিবার হুড়ায় যে বৈঠক করেন, সেখানেও অধ্যক্ষকে দেখা যায়নি। তার আগের দিন অর্থাৎ শুক্রবার জেলাপরিষদের জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতির বৈঠকেও হাজির ছিলেন না তিনি। এতে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী শান্তিরাম মাহাতো। তিনি বলেন, 'ছুটি বাতিল হওয়া সত্ত্বেও কাউকে কিছু না জানিয়ে স্বাস্থ্যকর্তারা হাসপাতাল ছাড়ায় সেবিষয়ে তাঁদের জবাবদিহি করতে হবে।'

আর্থিক বর্ষ বৃদ্ধি
স্বস্তি নবান্নে

কলকাতা, ২৪ মার্চ : চলতি অর্থবর্ষের মেয়াদ বাড়ায় স্বস্তির পরিবেশ রাজ্যের প্রায় সব দপ্তরে। নিয়ম মতো ৩১ মার্চ চলতি অর্থবর্ষ শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু করোনা আতঙ্কে দেশের সংকটময় পরিস্থিতি বিবেচনা করে কেন্দ্র দেশবাসীকে স্বস্তি দিতে বিশেষ এক অর্থনৈতিক প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন একদিকে যেমন আয়কর ও জিএসটি রিটার্নের সময়সীমা বৃদ্ধি করেছেন, অন্যদিকে মাঝারি ও ক্ষুদ্রশিল্পেও কিছু ছাড় দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। ব্যাংকের ঋণ শোধ করা থেকে শুরু করে আরও কয়েকটি শর্তাবলির হেরফের ঘটিয়েছেন। কেন্দ্রের এই ঘোষণায় দেশের আমজনতা ও শিল্পমহলের পাশাপাশি স্বস্তি এসেছে রাজ্যের সব দপ্তরে। এতে রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের নতুন উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি দিনের আলো যেমন দেখতে পাবে, তেমনই চালু থাকা গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলির কাজও বরাদ্দ অর্থের মুখ দেখতে পাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

করোনাজনিত ভয়াবহ পরিস্থিতির মাঝে দপ্তরগুলির চলতি বাজেট বরাদ্দের শেষ কিস্তির টাকা পাওয়া প্রায় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। ৩১ মার্চের চলতি অর্থবর্ষের শেষদিনের মধ্যে ওই বরাদ্দ পাওয়ার কথা থাকলেও করোনার জেরে সরকারি কাজকর্ম প্রায় বন্ধ থাকায় তা পাওয়ার আশা ছেড়ে দিয়েছিল দপ্তরগুলি। ফলে রাজ্যের উন্নয়ন থমকে ছিল। নবান্নের খবর, এখন অর্থ দপ্তরের প্রধান কাজই হল, রাজ্যে করোনা মোকাবিলায় স্বাস্থ্য, হাসপাতাল ও অন্যান্য জরুরি পরিষেবায় অর্থ জোগান দেওয়া। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে অর্থ দপ্তর থেকে সমস্ত সরকারি দপ্তরগুলিকে একটি জরুরি নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। এই সার্কুলারের পর দপ্তর সচিবরা ধরেই নিয়েছিলেন, ৩১ মার্চের আগে বরাদ্দ আর পাওয়া যাবে না। অর্থবর্ষ শেষ হয়ে গেলে আগের বরাদ্দের অর্থ পাওয়ার আর কোনও সুযোগ থাকে না। কিন্তু মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন চলতি অর্থবর্ষের সময়সীমা ৩০ জুন পর্যন্ত বাড়ানোর কথা ঘোষণা করায় আশার আলো দেখছেন রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের সচিবরা। অর্থদপ্তরের শীর্ষ আধিকারিক নবান্নে জানান, অর্থবর্ষের মেয়াদ বৃদ্ধি হওয়ায় শুধু সরকারি দপ্তরগুলি নয়, সরকারের বাণিজ্যিক কর আদায় বিভাগেরও সুবিধা হবে।

প্রধান শিক্ষক বদলিতে ক্ষোভ

কলকাতা, ২৪ মার্চ : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মতো মিড-ডে মিলের চাল ও আলু পড়ুয়াদের বাড়িতে পৌঁছে না দিয়ে তাদের স্কুলে এসে নিয়ে যেতে বলায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হল কলকাতার যাদবপুর বিদ্যাপীঠ ও কাটজুনগর বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। করোনা সংক্রমণ এড়াতে ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত রাজ্যের সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই ছুটি চলছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ ছিল, পড়ুয়ারা যেহেতু এই সময়ে মিড-ডে মিল পাবে না, সেই জন্য তাদের বাড়িতে ২ কেজি চাল ও ২ কেজি আলু যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সেই নির্দেশিকা অমান্য করে রবিবার ওই স্কুল দুটিতে চাল ও আলু নেওয়ার জন্য পড়ুয়াদের ডেকে পাঠানো হয়। সূত্রের খবর, যাদবপুর বিদ্যাপীঠের পরিমল ভট্টাচার্যকে রানি ভবানী হাইস্কুলে বদলি করা হয়েছে। কাটজুনগর স্বর্ণময়ী বিদ্যাপীঠের মাসুম আখতারকে পাঠানো হয়েছে বাগবাজারের হরনাথ হাইস্কুলে।

এদিকে, ওই প্রধান শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহারের আর্জি জানিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ মিত্র শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এই ঘটনা রাজ্যের সব শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকদের হৃদয়ে চূড়ান্ত আঘাত করেছে। কাজেই এই ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা দরকার। বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা সমিতির সাধারণ সম্পাদক আনন্দ হান্ডাও প্রধান শিক্ষকদের বদলির আদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে পৃথকভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন।

সোমেনের প্রশংসা

কলকাতা, ২৪ মার্চ (সংবাদ) : প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র মঙ্গলবার এক প্রেস বিবৃতিতে করোনা মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের লকডাউনের সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, 'সংক্রমণ ঠেকাতে এটাই একমাত্র পথ। কিন্তু যেভাবে কিছু মানুষ লকডাউনের তোয়াক্কা না করে রাস্তাঘাটে বেরিয়ে পড়ছে, তাতে শঙ্কিত রাজ্যবাসী।' মানুষ এই মহামারির প্রকোপ বুঝতে না পারলে পঞ্জাবের মতো কার্ফিউ ঘোষণা করার আবেদন জানিয়েছেন সোমবার। সেক্ষেত্রে মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহের জন্য পঞ্জাবের মতো দিনে কোনও একটি সময় মানুষকে বাইরে বেরোনোর অনুমতি দেওয়ার প্রস্তাব দেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। সরকারের কাছে তাঁর অনুরোধ, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হোক। বাজারে জিনিসপত্রের দামের লাগামছাড়া বৃদ্ধিকে অত্যন্ত উদ্বেগজনক বলে মনে করেন তিনি। পুলিশ-প্রশাসনের সাহায্য ছাড়া মানুষের এই দুর্ভোগ কমবে বলে কংগ্রেস মনে করে না বলে সোমেন জানান। বিনামূল্যে গরিব মানুষের জন্য চাল-ডাল সরবারহ করার সরকারি ঘোষণাকেও স্বাগত জানান তিনি। সেই সঙ্গে এইসব মানুষের জন্য অন্য রাজ্যের মতো আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য আবেদন জানান।

অনুষ্ঠান নানা চ্যানেলে

ব্রেভ দ্য ওয়াইল্ড রাত ৯.৫৮ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

ডিডি বাংলা ঃ বেলা ১১.০৫ মন ময়ূরী
আকাশ আট ঃ দুপুর ২.০৫ ধর্ম অধর্ম
কালার্স বাংলা ঃ দুপুর ২.০০ জবাব চাই
জলসা মুভিজ ঃ সকাল ৯.৪৫ সূর্য, দুপুর ১.০৫ ১০০% লভ, বিকেল ৪.৪৫ লাভেরিয়া, রাত ৮.০০ আই লভ ইউ, ১১.২৫ সেদিন দেখা হয়েছিল
জি বাংলা সিনেমা ঃ সকাল ৯.৩০ বসন্ত বিলাপ, দুপুর ১২.০০ অভিমান, বিকেল ৩.০০ জীবন সাথী, সন্ধে ৬.০০ অনুতাপ, রাত ৯.০০ একান্ত আপন
মুভিজ ওকে ঃ সকাল ৯.৪৫ জয় হো, দুপুর ১.০০ বিবি নাম্বার ওয়ান, বিকেল ৩.৩০ সঞ্জু, সন্ধে ৭.০০ ওরদি কা দম, রাত ৯.০০ দৃশ্যম
অ্যান্ড পিকচার্স ঃ বেলা ১১.৩৬ চেন্নাই এক্সপ্রেস, দুপুর ২.০২ চেন্নাই ভার্সাস চায়না, বিকেল ৫.১৫ মেন ইন ব্ল্যাক-ইন্টারন্যাশনাল, রাত ৮.০০ এস থ্রি, ১০.৫৮ সিং ইজ কিং
স্টার গোল্ড ঃ সকাল ১০.৪০ গোলমাল এগেইন, দুপুর ১.৫৫ গরভ ঃ প্রাইড অ্যান্ড অনার, বিকেল ৫.০০ ইন্ডিয়ান সোলজার নেভার অন হলিডে, সন্ধে ৭.৫৫ বাগি টু, ১১.০০ দ্য গ্রেট বীরা
ইউটিভি মুভিজ ঃ সকাল ১০.১৫ তুমসে অচ্ছা কওন হ্যায়, দুপুর ১.৩০ খুদ্দার, বিকেল ৪.৪৫ কিস কিসকো পেয়ার করুঁ, রাত ৮.০০ হঙ্গামা, ১১.০০ সুপ্রিম খিলাড়ি
সোনি পিক্স ঃ দুপুর ১২.০৫ ফাস্ট অ্যান্ড ফিউরিয়াস, ১.৫১ ম্যান অফ স্টিল, বিকেল ৪.১৭ কিং কং, সন্ধে ৭.২৮ হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য গবলেট অফ ফায়ার, রাত ৯.০০ হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য অর্ডার অফ দ্য ফিনিক্স, ১১.২৬ সুলি
স্টার মুভিজ ঃ বেলা ১১.৪১ দ্য লায়ন কিং, দুপুর ১.১৭ বেবিজ ডে আউট, বিকেল ৩.০৫ কমান্ডো, ৪.৪৪ কারস টু, সন্ধে ৬.৩৮ সিন্ডারেলা, রাত ৮.৫০ লোগান, ১১.৪১ দ্য এক্সপেন্ডেবলস টু

দঙ্গল বেলা ১১.৩৭ জি সিনেমা

ডিডি বাংলা ঃ সকাল ৭.০০ সকাল সকাল (লাইভ ফোন ইন), ৮.০০ স্বর্ণযুগের গান, ১০.৩০ সাঁওতালি অনুষ্ঠান, দুপুর ১২.০০ সংবাদ একনজরে, ২.০০ সংবাদ, ২.৩০ আজকের রান্না, বিকেল ৩.০২ সুস্থ থাকুন, ৪.০৫ ছায়াছবির গান, ৪.৩০ মন নিয়ে, ৫.১০ ক্যামেরা চলছে, ৫.৩০ কৃষি দর্শন, সন্ধে ৭.৩০ এবং রাত ৮.০২ যুক্তি তক্কো, ৮.৩০ ছায়াছবির গান, ৯.০৫ আনন্দধারা, ১০.০০ সংবাদ প্রবাহ